১-সূরাতুল ফাতিহা[১]

আয়াত-৭, মাক্কী[২]

১. ফাতিহার অর্থ ঃ আল-ফাতিহা (الْفَاتِحَة): এটি আরবী 'ফাতহুন' (فَتْحٌ) শব্দমূল থেকে এসেছে, যার অর্থ উন্মোচন করা, জয় করা বা খুলে দেওয়া। 'আল-ফাতিহা' শব্দের অর্থ হলো—ভূমিকা, প্রারম্ভিকা, মুখবন্ধ, উদ্বোধনী বা সূচনাকারী ।

নামকরণের কারণ: যেহেতু এই সূরাটি দিয়ে আল-কুরআনের তিলওয়াত এবং লেখার সূচনা বা উদ্বোধন হয়, তাই একে 'সূরাতুল ফাতিহা' বা 'কুরআনের উদ্বোধনী অধ্যায়' বলা হয়।

১.১ কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত নামসমূহ ঃ

1. ফাতিহাতুল কিতাব (কিতাবের সূচনা) ঃ যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব পড়ে না, তার নামাজ হয় না।[1]
2. আস-সাবউল মাসানী (বারবার পঠিত সাত আয়াত)।[2]
3. আল-কুরআনুল আযিম (মহান কুরআন)।[3]
4. উম্মুল কুরআন / উম্মুল কিতাব (কুরআনের মা)।[4]
5. আল-হামদ (প্রশংসা)[5]
6. আস-সালাত।[6]
7. আর-রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক/দুআ)।[7]

১.২ সূরা ফাতিহার ফযীলত ও তাৎপর্য :

ক. এটি একটি নূর (আলো), যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বে আর কোনো নাবীকে দেওয়া হয়নি: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"একদা

---

[1] সহীহ বুখারী-৭৫৬) ও সহীহ মুসলিম (হাদিস ৩৯৪)।
[2] সূরা হিজর - ১৫:৮৭, সহীহ বুখারী (হাদীস ৪৪৭৪), যেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন" সূরাকে সাবউল মাসানী ও কুরআনুল আযিম বলেছেন।
[3] প্রাগুক্ত।
[4] সুনানে আবু দাউদ – ১৪৫৭, সহীহ।
[5] প্রাগুক্ত।
[6] সহীহ মুসলিম -৩৯৫। হাদীসে কুদসী : আমি সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি। এখানে সলাত বলতে সূরা ফাতিহাকে বোঝানো হয়েছে।
[7] সহীহ বুখারী -৫০০৭ ও সহীহ মুসলিম - ২২০১: সাপে কাটা ব্যক্তির ওপর সূরা ফাতিহা পড়ার ঘটনা, যেখানে নাবী ﷺ বললেন, "তুমি কীভাবে জানলে এটি রুকইয়া?"

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনি ওপর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং মাথা তুললেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এটি আকাশের একটি দরজা, যা আজ খোলা হলো, আজকের আগে এটি কখনো খোলা হয়নি। অতঃপর সেখান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন।" জিবরাঈল (আ.) বললেন: ইনি একজন ফেরেশতা, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজকের পূর্বে তিনি কখনো অবতরণ করেননি। সেই ফেরেশতা সালাম দিলেন এবং বললেন: আপনি এমন দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, আপনার আগে কোনো নাবীকে তা দেওয়া হয়নি। তা হলো— সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ অংশ। এ দুটির যে কোনো একটির একটি অক্ষর পাঠ করলে, আপনাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।[৪]

খ.আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিভক্ত সালাত ঃ হাদীসে কুদসীর আলোয় সূরা ফাতিহার তাৎপর্য।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এটা বললেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?) তিনি বললেন, তখন মনে মনে তা পড়ো। কারণ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য); আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু); আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুনাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান করেছে। অতঃপর সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (কর্মফল দিবসের মালিক), তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তিনি বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (আমাদের সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়); তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা সে পাবে।[৯]

[৪] **সহীহ মুসলিম**, হাদীস নং ৮০৬

[৯] সহীহ মুসলিম-৩৯৫।

গ. এটি আরোগ্যকারী রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক): আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,“ নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একদল সাহাবী কোনো এক সফরে বের হলেন। সফরকালে তারা আরবের একটি গোত্রের কাছে এসে পৌঁছালেন এবং তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানাল। ঘটনাক্রমে সেই গোত্রের নেতাকে কোনো বিষাক্ত পোকা বা সাপ কামড় দিল। তারা তার চিকিৎসার জন্য সব রকম চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হলো না।

তখন তাদের কেউ কেউ বলল: তোমরা যদি ওই কাফেলার দলটির কাছে যেতে যারা এখানে এসে তাঁবু খাটিয়েছে, হয়তো তাদের কারও কাছে কোনো প্রতিষেধক বা ঝাড়ফুঁক থাকতে পারে। তারা সাহাবীদের কাছে এসে বলল: হে যাত্রীদল! আমাদের নেতাকে সাপে কেটেছে, আমরা সব চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আপনাদের কারও কাছে কি কোনো চিকিৎসা আছে?

তখন এক সাহাবী বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি ঝাড়ফুঁক করতে পারি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা আপনাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম আর আপনারা আমাদের মেহমানদারি করেননি! তাই আমি আপনাদের জন্য কোনো ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না আপনারা আমাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেন। তখন তারা এক পাল ছাগলের বিনিময়ে চুক্তি করল।

এরপর সেই সাহাবী গিয়ে নেতার গায়ে ফুঁ দিতে লাগলেন এবং পাঠ করতে লাগলেন: *আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন*। এতে করে সেই নেতা যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল! সে উঠে হাঁটতে লাগল এবং তার কোনো কষ্টই আর রইল না।

সাহাবী বলেন: অতঃপর তারা চুক্তির ছাগলগুলো বুঝিয়ে দিল। দলের কেউ কেউ বলল: ছাগলগুলো ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন: তা করো না, যতক্ষণ না আমরা নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাই এবং পুরো ঘটনাটি তাকে জানাই, তারপর দেখি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন।

অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তিনি শুনে বললেন: তুমি কীভাবে জানলে যে, এটি একটি রুকইয়াহ (ঝাড়ফুঁক)? এরপর তিনি বললেন: তোমরা ঠিক কাজ করেছ। ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখো। এই বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসলেন।[10]

ঘ. তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতের অনন্য মেলবন্ধন ঃ অত্র সূরাতে ইসলামের মৌলিক বিষয় তাওহীদ, আখেরাত ও রিসালাতকে সংক্ষিপ্তাকারে অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)আলহামদু লিল্লাহি** রাব্বিল আলামীন থেকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)**আর রাহমানির রাহীম থেকে তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত, **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا।**

[10] **সহীহ বুখারী**, হাদীস নং ২২৭৬,**সহীহ মুসলিম**-২২০১।

(6) الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ইইয়্যাকানাবুদু অ ইইয়্যাকানাস তায়ীন....মুস্তাক্বীম থেকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইবাদত, **(4) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** মালিক ইয়াওমিদ দ্বীন থেকে আখেরাত এবং **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)সিরাতাল্লাযীনা**.....ওয়াযযল্লীন থেকে রসূলদের অনুগতদের জন্য পুরস্কার ও অমান্যকারীদের জন্য পরিণাম বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ রিসালাত)। এভাবে সমগ্র কুরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সূরা ফাতিহাতে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী বলা হয়।[11]

১.৩ প্রথম অবতারিত সূরা ঃ কোন সূরা বা আয়াত প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল-এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন ঃ সূরা ফাতিহা। কেউ বলেছেন ঃ ইয়া আইউহাল মুদ্দাস্সির-(সূরা মুদ্দাস্সির)। আবার কেউ বলেছেন ঃ সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত। সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল-এটিই সঠিক।[12] আল্লাহ তাআলাই সঠিক জানেন।

১.৪ সূরা আল-ফাতিহার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উপাস্য (আল্লাহ) তাআলার পরিচয় প্রদান করা।
২. দাসত্ব বা ইবাদতের পথ স্পষ্ট করা।
৩. এই পথের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা।[13]

১.৫ সূরার প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ:

১. আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর বর্ণনা করা।
২. পরকাল বা শেষ দিবস সম্পর্কে সতর্ক করা।
৩. আল্লাহকে একমাত্র মাবূদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। সাহায্য প্রার্থনা এবং দুআ অন্যতম ইবাদত।
৪. সিরাতুল মুস্তাকিম (সরল পথ) এর পরিচয় দেওয়া; যা হিদায়াতপ্রাপ্তদের পথ।
৫. বিপথগামীদের পথ পরিহার করা, যারা আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।[14]

সারকথা : সূরা ফাতিহা শেখায় আল্লাহকে চেনো, তাঁর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রাখো, শুধু তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর কাছেই সাহায্য চাও, এবং সঠিক পথে চলার তাওফিক প্রার্থনা করো।

১.৬ সূরা আল-ফাতিহা দিয়ে কুরআন শুরু করার তাৎপর্য:

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব এই সূরাটি দিয়ে শুরু করেছেন; কারণ এটি কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছে এবং পুরো কুরআনে যা কিছু বিস্তারিতভাবে রয়েছে, তা

[11] সহীহ বুখারী-৪৭০৪।
[12] ইবনু কাসীর।
[13] মাওসূআতুত তাফসীর।
[14] প্রাগুক্ত।

এই সূরার মধ্যে সংক্ষেপে বিদ্যমান। অতএব, সম্পূর্ণ কুরআন হলো মূলত এই সূরায় সংক্ষেপে বলা বিষয়গুলোরই বিস্তারিত রূপ। বলাবাহুল্য সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের জন্য একটি অসাধরণ মুখবন্ধ ও অর্থবহ ভুমিকা। [15]

১.৭ মাসায়েল ঃ

ক. আয়াত সংখ্যা ছয় না সাত? 'বিসমিল্লাহ'কে আয়াত হিসাবে গণনা করলে আয়াত সংখ্যা হবে সাত আর গণনা না করলে আয়াত সংখ্যা হবে ছয়। সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াত এবং আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ সূরা ফাতিহা হল সাবউল মাসানী-এই হাদীসের [16] ভিত্তিতে এ সূরাকে সাবউল মাসানী (সাতটি আয়াতবিশিষ্ট বারবার পঠনীয় সূরা) বলা হয়েছে। তাই 'বিসমিল্লাহ'কে সূরা ফাতিহার অংশ হিসাবে অনেকেই গণ্য করেছেন। তবে 'বিসমিল্লাহ' কেবল সূরা ফাতিহার অংশ বিশেষ না অন্য সমস্ত সূরারই অংশ বা কোনো সূরারই অংশ নয়-এ বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে ।[17] আল্লাহ তাআলাই সঠিক জানেন।

খ. সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত ঃ একাকী হোক আর জামাআতে হোক সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত করা জরুরী । এ বিষয়ে ওলামাদের তিনটি মতামত বর্ণিত হয়েছে -

১) স্বলাত যাহরী হোক আর সিররী সর্বাবস্থাতেই মুক্তাদী সূরা ফাতিহা কিরাআত করতে হবে। এই মতটিই স্বহীহ হাদীসসম্মত। বিধায় এটিই সব থেকে বেশি সঠিক মত।

দলীল ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'সূরা ফাতিহা' ক্বিরাআত করল না, তার স্বলাতই হল না।[18]

দলীল ঃ যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার স্বলাত অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[19]

দলীল ঃ উবাদাহ বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমরা আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিছনে ফজরের স্বলাতে ছিলাম। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে ক্বিরাআত ভারী মনে হল। তাই তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করছিলে? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ

[15] প্রাগুক্ত।
[16] স্বহীহুল বুখারী ঃ হাদীস নং-৪৪৭৪, আবূ দাউদ ঃ হাদীস নং-১৪৫৭, সহীহ ।
[17] তাফসীর যাদুল মাসীর।
[18] স্বহীহুল বুখারী ঃ হাদীস নং-৭৫৬।
[19] স্বহীহ মুসলিম ঃ হাদীস নং-৩৯৫।

তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু ক্বিরাআত করবে না। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত স্বলাত হয় না।[20]

২) স্বলাত যাহরী হোক আর সিররী কোনো অবস্থাতেই মুক্তাদী সূরা ফাতিহা কিরাআত করবে না।

তাদের দলীলসমূহ ঃ

দলীল ঃ যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।[21] এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ মনে করেন যে, ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত করা সঠিক নয়। কিন্তু তাঁদের এই দাবী সঠিক নয়, কারণ-

প্রথমতঃ কুরআনের এই নির্দেশ আম বা অনির্দিষ্ট যা নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্বহীহ হাদীস দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কুরআন আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বিধায় তিনিই সব থেকে বেশি কুরআনের অর্থ ও ভাবার্থ জানতেন। যদি কুরআনের এই আয়াতের মর্মার্থ হত যে, স্বলাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করা যাবে না, তাহলে তিনি নিশ্চয় তা বলে দিতেন এবং স্বহীহ হাদীসে তা বর্ণিতও হত।

তৃতীয়তঃ কুরআনের আম বা অনির্দিষ্ট হুকুমের উপর যদি আমল করাও যায়, তাহলে তো ১৭ রাকাআত ফরয স্বলাতের মধ্যে কেবলমাত্র ৬ রাকাআতেই ইমাম উচ্চ স্বরে ক্বিরাআত করেন। বাকী ১১ রাকাআতে তো ইমাম নিরবেই ক্বিরাআত করেন। তাহলে ৬ রাকাআতের উপর ক্বিয়াস করে ১৭ রাকাআতেই সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত না করা কতটা যুক্তিযুক্ত? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ফিক্বহুল হাদীস ও অন্যান্য ফিক্বহের গ্রন্থসমূহ দেখুন।

দলীল ঃ ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদির ক্বিরাআত।[22]

দলীল ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার স্বলাত হবে না কিন্তু ইমামের পিছনে হলে তা স্বতন্ত্র বিষয়।[23]

দলীল ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করল তার মুখ দুর্গন্ধে পূর্ণ হয়ে গেল বা তার মুখে আগুনের টুকরো প্রবেশ করল[24] বা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করা যাবে

[20] আবূ দাঊদ ঃ হাদীস নং-৮২৩, হাদীসটিকে আলবানী যয়ীফ বলেছেন কিন্তু যুবায়ের আলী যায়ী হাদীসটিকে স্বহীহ বলেছেন, মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২২৬৯৪, স্বহীহ লেগাইরিহি-শুয়ায়েব আল-আরনাঊত, স্বহীহ ইবনু খুযাইমা, হাদীস নং-১৫৮১ ও স্বহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং-১৭৮৫।
[21] সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং-২০৪।
[22] ইবনু মাজাহ-৮৫০, যয়ীফ। অত্র হাদীসের সানাদে জাবির জুফী মিথ্যাবাদী রাবী।
[23] সুনানুল কুবরা লিলবাইহাক্বী-২৮৯৯ এই হাদীসটিও জাবির জুফীর কারণে যয়ীফ।
[24] মুরসাল, দলীলের যোগ্য নয়-জুযউল ক্বিরাআহ ঃ ইমাম বুখারী।

না মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীস ও আসার যয়ীফ অথবা মুরসাল অথবা জাল। যেগুলির একটিও দলীলের যোগ্য নয়।[25]

৩) যাহরী ক্বিরাআত হলে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করবে না কিন্তু সিররী হলে সূরা ফাতিহা ক্বিরাআত করবে। সূরা আল আরাফের ২০৪ নং আয়াত এবং ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদীর ক্বিরাআত মর্মে বর্ণিত দূর্বল হাদীসগুলি থেকে কিছু কিছু আলেম উক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মোট ১৭ রাকাআত ফরয স্বলাতের মধ্যে ৬ রাকাআতে ইমাম যাহরী ক্বিরাআত করেন। সুতরাং কেবলমাত্র উক্ত ৬ রাকাআতেই মুক্তাদী সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করবে না। কিন্তু বাকী ১১ রাকাআতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী অবশ্যই সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে মনে মনে।

গ. ঝাড়ফুঁক ঃ ওপরে বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীস নং-২২৭৬ ও সহীহ মুসলিমের হাদীস নং-২২০১ থেকে বোঝা গেল যে, সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করা যাবে। তবে কোনো প্রকার সূতোতে ফুঁ দিয়ে গিরা লাগানো যাবে না।[26] সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দেওয়া যাবে এবং সেই পানিতে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়া যাবে বা গোসল করা যাবে কিন্তু পান করা যাবে না। কারণ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা পান করবে, তখন তোমরা পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না।[27]

২. মাক্কী না মাদানী সূরা আল-ফাতিহা একটি মাক্কী সূরা, যা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী: আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি বহুল পঠিত সাতটি আয়াত (সাব'আন মিনাল মাসানী) এবং মহান কুরআন।[28]

নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সূরা আল-ফাতিহা হলো সেই বহুল পঠিত সাতটি আয়াত (সাবউল মাসানী) এবং কুরআনুল আযীম বা মহান কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।[29]

অতএব, যে আয়াতে 'সাবউল মাসানী' (বহুল পঠিত সাতটি আয়াত)-এর উল্লেখ রয়েছে, সেটি সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী । আর নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এই 'সাবউল মাসানী' হলো মূলত সূরা আল-ফাতিহা। সুতরাং, স্বভাবতই সূরা আল-ফাতিহা মাক্কী সূরা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

---

[25] সিলসিলা যয়ীফা-৫৯১।
[26] সূরা ফালাক : ১১৩/৪।
[27] সহীহুল বুখারী ঃ হাদীস নং-৫৬৩০।
[28] সূরা আল-হিজর: ৮৭।
[29] সহীহ বুখারী-৪৭০৩।

এই মাক্কী সূরা হওয়ার অন্যতম আরেকটি প্রমাণ হলো—সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া সালাত (সলাত) শুদ্ধ হয় না, আর সালাত ফরজ বা প্রবর্তিত হয়েছিল মক্কাতেই, অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে।[30]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)	১) (শুরু করছি) অসীম দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। ২) সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের রব[৩] আল্লাহর জন্য।

(৩) 'রব'-বাংলা ভাষায় 'রব'এর অনুবাদ বা ভাবানুবাদ একটি শব্দে করা কঠিন। কেননা 'রব' বলতে এমন এক সত্তাকে বোঝায় যিনি সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দেন, প্রতিপালন করেন, জীবিকা দান করেন এবং তিনি এ রকম আরো অসংখ্য গুণে সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত।[31] উক্ত গুণসমূহে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অন্য কোনো সত্তা অংশীদার নয়। তাই 'রবে'র অনুবাদ 'রব'ই করাই বেশি সঠিক। রব সম্পর্কিত আলোচনাকেই তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত বলা হয়।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)	৩) যিনি অসীম দয়াময়, পরম করুণাময়,[৪] ৪) প্রতিদান দিবসের মালিক।[৫] ৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটেই সাহায্য চাই। ৬) তুমি আমাদেরকে স্বিরাতে মুস্তাক্বীমে পরিচালিত করো।[৬]

(৪) আল্লাহ তাআলা বলেন : তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহম ও দয়া করেন; আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[32]

(৫) যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আর কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? তারপরও, কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? যেদিন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো কিছুর মালিক হবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।[33]

---

[30] মাওসূআতুত তাফসীর।

[31] সহায়ক আয়াত – সূরা বাক্বারাহ : ২/২১-২২, ৪/১, সূরা শুয়ারা : ২৬/২৩-২৮।

[32] সূরা আল-আনকাবূত: ২১। সহায়ক আয়াত - সূরা আহযাব : ৩৩/৪৩।

[33] সূরা আল ইনফিতার : ১৭-১৯। সহায়ক আয়াত : সূরা গাফির-১৬।

(৪) সিরাতে মুসতাক্বীম ঃ সিরাতে মুসতাক্বীমের বাংলা অনুবাদ হল সরল পথ বা সোজা পথ। সিরাতে মুসতাক্বীম হল আল্লাহর মনোনীত পথ-যে পথে সমস্ত নাবী, রসূল, সিদ্দীক্ব, সলেহ ও শহীদগণ পরিচালিত হয়েছেন।[34] কুরআনে সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোথায় সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথিকদের, কোথাও তাদের কার্যকলাপের, কোথাও তাদের মুসিবত ও কসরতের, কোথাও তাদের বিজয়ের, কোথাও তাদের অন্তিম শুভপ্রাপ্তির বিবরণ রয়েছে। আবার কোথাও সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত পথিকদের, তাদের পরাজয়ের ও আখেরাতের ভয়ংকর পরিণামের বিবরণ রয়েছে। সূরা ফাতিহাতে সম্পূর্ণ কুরআনের মুখ্য ভাবার্থ ও সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই সূরা ফাতিহাকে উম্মূল কুরআন বা কুরআনের জননী বলা হয়। মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ইবলীস ক্রমাগত মানুষকে সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[35] তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিনিয়ত সলাতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের মাধ্যমে স্বিরাতে মুস্তাক্বীম প্রার্থনা করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।

৭) তাদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ ;তাদের পথে, যারা ক্রোধভাজনও (ইহুদি) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রীষ্টান) নয়।[৭]	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

(৫) দ্বিতীয় অর্থ ঃ তাদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথে নয় - যাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট (অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের পথে নয়)।

৭ নং আয়াতের দুটি অর্থই সঠিক। তবে উভয়ের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তা হল

প্রথম অর্থে 'গাইরিল মাগযূবে আলাইহিম অলায যাললীন' - বলতে যাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে, তাঁদের দুটি বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে ঃ ক) তাঁরা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হননি এবং খ) তাঁরা পথভ্রষ্টও নন।[36] এই অর্থে মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের উপর ঈমান আনয়নকারী সমস্ত ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকেও শামিল করা যেতে পারে, যারা আল্লাহর গযব ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত ছিল।[37]

দ্বিতীয় অর্থে 'গাইরিল মাগযূবে আলাইহিম অলায যাললীন' - বলতে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট সমস্ত ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরক বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের রসূলদের আনুগত্য না করে সিরাতে

[34] সূরা নিসা : ৪/৬৯।
[35] সূরা আল আরাফ : ৭/১৬-১৭।
[36] ফাতহুল কাদীর।
[37] সূরা আলমায়েদা : ৫/৬৯।

মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[38] তবে প্রথম অর্থটাই বেশি সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কেননা এই আয়াতে স্বিরাতে মুস্তাকীমেরই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহই সঠিক জানেন।

'আলমাগযূব আলাইহিম' হল ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য। যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ যাকে আল্লাহ লানত (অভিশাপ) করেছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত (রূষ্ট) হয়েছেন।[39]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যাদের ওপর আল্লাহর) গজব বা ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে, তারা হলো ইহুদি..."[40]

'ওয়ালায য-ল্লীন' হল খ্রীষ্টানদের বৈশিষ্ট্য। যারা পথভ্রষ্ট। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ তারা তো ইতিপূর্বেও পথভ্রষ্ট হয়েছিল, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।"[41]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আর 'যারা পথভ্রষ্ট' (ওয়ালায য-ল্লীন) তারা হলো খ্রিস্টান।"[42]

[38] ইবনু কাসীর।

[39] সূরা আলমায়েদা : ৬০। সহায়ক আয়াত : সূরা বাক্বারা-৯০।

[40] সহীহা-৩২৬৩।

[41] সূরা আল মায়েদা : ৭৭।

[42] সহীহা-৩২৬৩।